দর্শনায় মহান মাতৃভাষা দিবস পালিত

দর্শনা ও আশপাশ এলাকায় যথাযথ মর্যাদার সাথে আন্তর্জাতিক মহান মাতভাষা দিবস পালিত হয়েছে। জাতীয় ও শোক পতাকা, প্রভাতফেরী, শহীদ বেদীতে পুস্পমাল্য অর্পন সহ নানা আয়োজনের মধ্যে দিয়ে দিবসটি পালন করা হয়।

মঙ্গলবার সকালে দর্শনা রেলবাজারস্থ বঙ্গবন্ধু চত্তর থেকে নেতৃবৃন্দের সাথে নিয়ে জাতীয়, দলীয় ও শোক পতাকা উত্তলোন করা হয়েছে। সকাল সাড় ৮ টার দিকে দর্শনা কেরুজ বাজার মাঠে শফত বাক্য পাঠ করান চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য হাজি আলী আজগার টগর।

পরে প্রভাত ফেরী বের করে কলজ শহীদ মিনারে পুস্পমাল্য অর্পন করা হয়। প্রভাতফেরীত অংশ গ্রহন ও শহীদবেদীতে পুস্পমাল্য অর্পণ যে সকল প্রতিষ্ঠান ও ব্যাক্তির পক্ষ থেকে করা হয়েছে, তাদের মধ্যে রয়েছে, দর্শনা পৌর মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, দর্শনা পৌর আ.লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ, দর্শনা পৌর বিএনপি, দর্শনা সরকারি কলেজ, দর্শনা ডিিএস ফাজিল মাদরাসা, দর্শনা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, দক্ষিণচাদপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মেমনগর বিডি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দর্শনা প্রেসক্লাব, অংকুর আদর্শ বিদ্যালয়, লিটিল এনজেলেস ইন্টার ন্যাশনাল স্কুল, ওয়েভ ফাউন্ডেশন, অনির্বাণ থিয়েটার, সাম্প্রতিক সাংস্কৃতিক সংগঠন, দর্শনা রেলবাজার দোকান মালিক সমিতি, পুরাতন বাজার দোকান মালিক সমিতি, দর্শনা স্থলবন্দর দর্শনা ইলক্সট্রনিক্স মিস্ত্রি কমিটি, ফারিয়া, মৌচাক সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা, রামাযুস, কমিউনিস্ট পার্টি, শ্যামপুর, পূর্বরামনগর, পরাণপুর, দক্ষিণচাদপুর, কাস্টমস, জয়নগর, শান্তনগর, আজমপুর, পশ্চিমরামনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মোটর শ্রমিক ইউনিয়ন, রিকসা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন, নির্মান শ্রমিক ইউনিয়ন, লাল সুবজ উনয়ন সংস্থা সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠন। দর্শনা পৌর আ.লীগের যুগসম্পাদক গোলাম ফারুক আরিফের উপস্থাপনায় উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মনজু, দামুড়হুদা উপজলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু, দর্শনা সরকারি কলজের অধ্যক্ষ রেজাউল করিম, উপাধ্যক্ষ ড. মফিজুর রহমান, দর্শনা পৌর আ.লীগর সভাপতি বীর মুক্তিযাদ্ধা রুস্তম আলী, দর্শনা পৌর মেয়র প্রার্থী আতিয়ার রহমান হাবু, কেরুজ

চিনিকলর অবসর প্রাপ্ত এডিএম শেখ শাহাবউদ্দিন, দর্শনা পৌরসভার ভারপ্রাপ্ত মেয়র রবিউল হক সুমন, শফিকুল আলম, বিল্লাল হোসেন, আজাদ, ফয়সাল, দামুড়হুদা উপজলা যুবলীগর সভাপতি আ. হানান ছোট, হবা জোয়াদ্দার, দামুড়হুদা উপজেলা ছাত্রলীগর সভাপতি আরিফ মল্লিক, দর্শনা পৌর ছাত্রলীগর সভাপতি রফিকুল ইসলাম ববি, কলেজ ছাত্রলীগর সভাপতি নাহিদ পারভেজ, সাধারণ সম্পাদক তোফাজ্জেল হোসেন তপু প্রমুখ। কেরুজ চিনিকল কর্তপক্ষ ও শ্রমিক-কর্মচারি ইউনিয়ন মহান একুশ যথাযথ মযার্দার সাথে পালন করেছে।

জাতীয় ও শোক পতাকা উত্তলোন, পুস্পমাল্য অর্পন ও আলাচনাসভায় উপস্থিত ছিলেন, চিনিকলর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোশারফ হোসেন, মহাব্যবস্থাপক (অর্থ) সাইফুল ইসলাম, মহাব্যবস্◌াপক (প্রশাসন) ইউসুফ আলী, কেরুজ শ্রমিক-কর্মচারি ইউনিয়নর সভাপতি ফিরাজ আহমেদ সবুজ, সাধারণ সম্পাদক মাসুদুর রহমান প্রমুখ।

এ ছাড়া দর্শনা থানা বিএনপির আয়োজনে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিএনপি নেতা আ. রশিদর সভাপতিত্ব উপস্তিত ছিলেন, থানা বিএনপির সভাপতি খাজা আবুল হাসনাত, সাধারণ সম্পাদক আহমদ আলী, বিএনপি নেতা হাবিবুর রহমান বুলেট, মুহিত জায়ার্দ্দার, খায়রুল ইসলাম, শফিউল্লাহ, মামিনুল ইসলাম প্রমুখ। দোয়া পরিচালনা করেন মাওঃ ওসমান গণি।

মেদেনিপুরের ওরশ শেষে বিশেষ ট্রেন ফিরেছে বাংলাদেশে

মেদেনিপুরে ওরশ শেষে বিশেষ ট্রেন বাংলাদেশে ফিরেছে। গতকাল রবিবার দুপুরে দর্শনা আন্তর্জাতিক রেলপথ দিয়ে মেদেনিপুরের স্পেশাল ট্রেন ওরশের বিশেষ দোয়া শেষে দেশে ফিরেছে।

দর্শনা ইমিগ্রেশন ইনচার্জ নাইম শেখ জানান, ভারতের মেদেনিপুরের হযরত আলি আব্দুল কাদের আল হাসানি আলবাগদাদির ১শ২২ তম ওরশ শেষে গতকাল রবিবার বেলা সাড়ে বারটার দিকে দর্শনা সীমান্ত পার হয়ে আসে। পরে কাস্টমস ও ইমিগ্রেশন শেষে বেলা আড়াইটার দিকে ২৪টি বগিতে

২হাজার ১শ৫২জন যাত্রী নিয়ে দর্শনা ত্যাগ করেন।

আনজুমান -ই-কাদরিয়া সংগঠনের বাংলাদেশ শাখার সাধারন সম্পাদক আব্দুল আজিজ কাদরিয়া খোকন জানান ১৯০২ সাল থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার ধর্মপ্রান মুসলমানেরা ভারতের মেদেনিপুরের ওরশে যোগদান করে থাকেন, এবারো দু দেশের রেলওয়ে কতৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে বিশেষ ট্রেনটি ভারত ঘুরে আসলেন।

দর্শনা হটাৎপাড়ায় বিলাতি মদ আটক ২

দর্শনা হটাৎপাড়ায় চুয়াডাঙ্গা জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়েছে। এ অভিযানে দর্শনা কেরুজ বিভিন্ন ব্রান্ডের ৭ বোতল বিলাতি মদ সহ দর্শনা হটাৎপাড়ার চিনি কারখানায় চুক্তিভিত্তিক হিসাবে চাকুরী করেন, আমিরুল ইসলাম (৪০) ও জাহিদ হোসেন (২৭) নামের দুই মাদক ব্যাবসায়ীকে আটক করেছে।

আটককৃত মাদক ব্যবসায় জড়িত থাকার অপরাধে দুই জনকে আটক দেখিয়ে দর্শনা থানায় আসামিদের বিরুদ্ধে একটি নিয়মিত মামলা দায়ের করেছে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তরের পরিদর্শক আব্দুল্লাহ আল মামুন, গতকাল বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে ৫ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কার্যালয় বিভাগীয় স্টাফদের সমন্বয়ে দর্শনা থানাধীন বিভিন্ন এলাকায় অভিযান করে পরিচালনা কালে দর্শনা আনোয়ারপুর হঠাৎপাড়া মোড় হতে আমিনুল ইসলাম (৪০) ও সাথে থাকা জাহিদ হোসেন (২৭) নামের দুই মাদক ব্যাবসায়ীকে আটক করা হয়।

আটককৃত আমিনুল ইসলামের ডান হাতে থাকা একটি প্লাস্টিকের বাজারের ব্যাগ তল্লাশি করে ব্যাগের মধ্যে সংযুক্ত ছবি সম্বলিত কেরুজ গোল্ড রিবেন্ড জিন ৭৫০ মিলি ৪ বোতল বিলাতি মদ, কেরুজ টিসারিনা ভদকা নামিও ৭৫০ মিলি ২ বোতল ও কেরুজ ফাইন ব্রান্ডি নামীয় ৭৫০ মিলিএক বোতল সহ সর্বমোট ৭ বোতল বিলাতি মদ উদ্ধার করা সহ তাদেরকে আটক করা হয়। আটক হওয়া আমিনুল ইসলাম (৪০) দর্শনা

আনোয়ারপুর হটাৎপাড়ার মৃত সোনা মিয়ার ছেলে ও জাহিদ হোসেন (২৭) একই এলাকার রাহিদুল ইসলামের ছেলে।

আটককৃত মাদক ব্যবসায় জড়িত থাকার অপরাধে তাদেরকে আসামি করে দর্শনা থানায় আসামিদের বিরুদ্ধে একটি নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়েছে।

দর্শনায় এক রাউন্ড গুলিসহ বিদেশী পিস্তল উদ্ধার

দর্শনায় গুলি সহ বিদেশী পিস্তল উদ্ধার করেছে দর্শনা থানা পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে দর্শনা হটাৎপাড়ার একটি বাগানের মধ্য থেকে গুলি সহ একটি বিদেশী পিস্তল উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ জানায়, গতকাল মঙ্গলবার দুপুর সোয়া ১ টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিত্বে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এএইচএম লুৎফুল কবীরের নেতৃত্বে, থানার ইন্সপেক্টর অপারেশন নীরব হোসেন সঙ্গীয় অফিসার ফোর্স নিয়ে অভিযান পরিচালনা করেন দর্শনা-চুয়াডাঙ্গা সড়কের হটাৎপাড়া নামক স্থানের একটি কালভার্টের নীচে। এসময় সেখান হতে পরিত্যাক্ত অবস্থায় একটি বিদেশী পিস্তল ও এক রাউন্ড তাজা গুলি উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় পুলিশ বাদি হয়ে দর্শনা থানায় জিডি মৃলে পরিত্যাক্ত পিস্তল ও গুলিটি থানা হেফাজতে থাকবে।

দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার ইনচার্জ (ওসি) এ,এইচ,এম লুৎফুল কবীর জানান, গতকাল মঙ্গলবার দুপুর সোয়া ১টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিত্বে থানার পুলিশ পরিদর্শক (অপারেশন) নিরব হোসেন সহ থানার অফিসার ও ফোর্স অভিযান পরিচালনা করেন দর্শনা আনোয়ারপুর হঠ্যাৎপাড়ার নিকটবর্তী

দর্শনা-চুয়াডাঙ্গা প্রধান সড়কের কালভার্টের নীচে। এসময় জৈনকআব্দুল সাত্তারের ছেলে আবুল হোসেনের (৪৫) ভুট্টা ক্ষেতের পূর্বপাশে কালভার্টের নিচে জংলাময় স্থানে মালিক বিহীন পরিত্যাক্ত অবস্থায় ১টি লটো শপিং ব্যাগের মধ্যে হতে ১টি লোহার তৈরি আগ্নেয়াস্ত্র পিস্তল ও এক রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার

হওয়া পিস্তলটির বডিতে ইংরেজিতে খোদাই করা লেখা মেইড ইন জাপান এবং অপর পাশে ইংরেজিতে খোদাই করা জাপান নং ১১৪ লেখা সহ ১ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়েছে।

দর্শনায় ফেনসিডিলসহ একজন গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১৮ বোতল ফেনসিডিলসহ একজনকে গ্রেফতার করেছে।

জানাগেছে আজ মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৪ টার দিকে দর্শনা থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) এস এম আমানউল্লাহ এর নেতৃত্বে অভিযান চালায় ছয়ঘরিয়া গ্রামে।

এ সময় দর্শনা থানার এস আই তাইফুজ্জামান, এ এস আই সানোয়ার হোসেন, সঙ্গীয় ফোর্সসহ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মাদক বিরোধী অভিযান চালায় পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের ছয়ঘরিয়া গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে।

এ পুলিশ পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের মদনা গ্রামের মাহবুল বিশ্বাস
(৬২) কে তার দেহ তল্লাশি করে ১৮ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিলসহ গ্রেফতার করে।সে মদনা গ্রামের মৃত্য কায়দার আলীর ছেলে।

আজ তাকে পুলিশ বাদি হয়ে মাদক আইনে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে।

চাহিদা থাকলেও বরাদ্দ না থাকায় চিনি সরবরাহ বন্ধ

দর্শনাসহ জেলায় ব্যাপক চিনি সংকট দেখা দিয়েছে।কেরুজ উৎপাদিত চিনি বাজারে সরবরাহ বন্ধ থাকায় ক্রেতারা পাচ্ছেনা কেরুজ চিনি।

স্থানীয় বাজারে বিএসএফআইসির তালিকাভুক্ত ৬জন পরিবেশক রয়েছে। তাদের কাছে চিনি সরবরাহ বন্ধ রেখেছে মিল কতৃপক্ষ।ফলে স্থানীয় বাজারে কেরুজ চিনি পাওয়া যাচ্ছে না।ফলে বাধ্য হয়ে রিফাইনারি মিলের চিনি কিনতে হচ্ছে।হাতের কাছে চিনিকল থাকলেও সেই মিলের চিনি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এলাকাবাসি।বাজারে চাহিদা থাকলেও সরবরাহ না থাকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এলাকাবাসি।

স্থানীয় পরিবেশক আঃ খালেক জানায়, চিনিকল থেকে চিনি বরাদ্দ না দেওয়ায় বাজারে চিনির সংকট দেখা দিচ্ছে।

কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর মহাব্যবস্থাপক (কারখানা) জানান,গত ২২-২৩ মাড়াই মৌসুমে ৫৩ হাজার ৬৯২ দশমিক ৮৮৫ মেঃটন আখ মাড়াই করে ৩ হাজার ২৩ দশমিক ৫০ মেঃটন চিনি উৎপাদিত হয়েছে।

কেরুজ ব্যাপস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন জানান, উৎপাদিত চিনি সেনাবাহিনী, বিজিবি,পুলিশ,আনসারসহ সরকারী দপ্তরে চাহিদা মতো সরবরাহ করা হচ্ছে।

চিনিকলের শ্রমিক-কর্মচারিদের মাঝে রেশন হিসেবে প্রতিমাসে ৫ মেঃটন চিনি বিক্রি করা হয়। ফলে স্থানীয় পরিবেশকদের ঠিকমতো চিনি দেওয়া সম্ভব হচ্ছেনা।

দর্শনা কেরুজ চিনিকলের কৃষি

খামারে বীজ আখ কাটার পরিদর্শন, চেয়ারম্যান অপু

দর্শনা কেরুজ চিনিকলের কৃষি খামারে আধুনিক পদ্ধতিতে হারভেষ্টার মেশিন দিয়ে বীজ আখ কর্তন কাজ পরিদর্শন করেছে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের চেয়ারম্যান আরিফুর রহমান অপু।

আজ মঙ্গলবার (৭ ফ্রেব্রয়ারি) দুপুর ১টার দিকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে কেরুজ আকন্দবাড়িয়া কৃষি খামারে হারভেষ্টার মেশিন দিয়ে বীজ আখ কর্তন কাজের পরিদর্শন করেন।এবং সাংবাদিকদের সাথে প্রেস ব্রিফিং করে।

এ সময় বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্যশিল্প করপোরেশনের চেয়ারম্যান আরিফুর রহমান অপু বলেন বর্তমান সরকার কৃষি বান্ধব সরকার। তাই কৃষিতে বিল্পব আনতে নানা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলেছেন। এ মেশিনটি ইন্ডিয়া গুজরাটের টারর্বো এগ্রো টেকনোলজি লিমিটেড কোম্পনীর তৈরী। আমরা পরীক্ষা মৃলক চাল্লাচ্ছি। এ হারভেষ্টার মেশিন দিয়ে আখ কর্তন করলে মাটির নীচ থেকে আখ কাটা হচ্ছে আমরা একর প্রতি ৫ টন আখ বেশি পাবো।
এ হারভেষ্টার মেশিনে একদিকে লেভার সংকট থেকে মুক্তি পাবো অপরদিকে সময় কম লাগবে। যার ফলে চিনির আহরনের সক্ষমতা বেড়ে যাবে। ফলে এ হারভেষ্টার মেশিন দিয়ে আখ কাটলে চিনির আহরনও বেশি পাবো।তাই আগামীতে আমরা হারভেষ্টার দিয়ে আখ কাটার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি।আগামীতে চাষীরা বেশি করে আখ লাগায় সেজন্য আমরা আখের মৃল্যে টন প্রতি ৫ থেকে ৬ হাজার টাকা করার চিন্তা করছি।আগামীতে কেরুজ চিনিকলটি ঘুরে দাঁড়াবে সেজন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি। এ হার্ভেষ্টার মেশিনটি সদর দপ্তর কিংবা চিনিকলের টাকায় কেনা না। শিল্পমন্ত্রনালয়ের সচিব মহাদয়ের একান্ত উদ্যোগে মেশিনটি বাংলাদেশে নেওয়া হয়েছে।

এ বীজ আখ পরিদর্শন অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন দর্শনা কেরু এ্যান্ড কোম্পানী বাংলাদেশ লিমিটেডের পরিচালক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন।এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন কেরুজ চিনিকলের মহাব্যাবস্হাপক অর্থ মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম,কেরুজ চিনিকলের মহাব্যবস্থাপক (কৃষি) আশরাফুল আলম ভুইয়া, ব্যবস্থাপক (খামার) সুমন কুমার সাহা,মাহাব্যবস্থাপক দেলোয়ার হোসেন, ব্যবস্থাপক (পরিঃপ্রকৌঃ)

আবু সাঈদ, আবু তালহা।

দর্শনা নাগরিক কমিটির উদ্দ্যাগে প্রয়াত মেয়র মতিয়ারের স্মরণ নাগরিক শোকসভা

দর্শনা নাগরিক কমিটির সদস্যরা প্রসংশনীয় উদ্দ্যাগ নিয়েছ। প্রয়াত দর্শনা পৌর মেয়র মতিয়ার রহমান স্মরণে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার বিকালে দর্শনা রেল বাজারস্থ বঙ্গবন্ধু চত্তরে অনুষ্ঠিত নাগরিক শোকসভায় অতিথি হিসাবে উপস্তিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা আ.লীগের সাধারণ সম্পাদক, বীর মুক্তিযাদ্ধা আজাদুল ইসলাম আজাদ, চুয়াডাঙ্গা জলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মনজু, দামুড়হুদা উপজলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু, চুয়াডাঙ্গা জজ কর্টোর পিপি এ্যাড বিল্লাল হোসেন, বাংলাদশ জাসদের কেদ্রীয় নেতা আনায়ারুল ইসলাম বাবু, জাসদ নেতা তোহিদ হোসেন, আকসিজুল হক, কমিউনিস্ট পার্টি জেলা সভাপতি সৈয়দ মজনুর রহমান, দামুড়হুদা উপজলা আ.লীগর সাধারণ সম্পাদক হাজী শহিদুল ইসলাম, জীবননগর উপজেলা আ.লীগের সভাপতি নজরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আ. লতিফ অমল, সাবেক চয়ারম্যান গোলাম মর্তূর্জা, অবসরপ্রাপ্ত উপাধ্যক্ষ মোশারফ হোসেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা রুস্তম আলী।

দর্শনা নাগরিক কমিটির সদস্য সচিব গোলাম ফারুক আরিফের প্রাণবন্ত উপস্থাপনায় আরো উপস্থিত থেকে বক্তব্য দেন, অধ্যক্ষ হাফিজুর রহমান, আ.লীগ নেতা আতিয়ার রহমান হাবু, মেয়র পত্নি রোজিনা রহমান রোজি, দর্শনা পৌর ভারপ্রাপ্ত মেয়র রবিউল হক সুমন, ইউপি চেয়ারম্যান হযরত আলী, দর্শনা পৌর আ.লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, বীর মুক্তিযোদ্ধা রুস্তম আলী, রেজাউল করিম সবুর, হাবীবি জহির রায়হান, আবু সুফিয়ান, দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগের সভাপতি আ. হান্নান ছোট, সাবেক ভিপি হারুন অর রশিদ, ওয়েভ কর্মকর্তা মাহবুবুর রহমান মুকুল, হিন্দু সম্প্রদায় নেতা উত্তম রঞ্জন দেবনাথ, স্বরুপ দাস, আরতি হালসনা, ছাত্রলীগনেতা তোফাজ্জেল

হোসেন তপু প্রমুখ।

স্মরণসভায় বক্তারা বলেন, মতিয়ার রহমান ছিলন, সর্বস্তরের মানুষের ভালোবাসার পাত্র। মেয়র হিসেব যোগ্য এবং সফল ছিলেন। নেতা হিসেবে ছিলেন আপোষহীন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাচ্চার। তার অকাল মত্যুতে শুধু দর্শনা নয় গোটা জেলার মানুষ শোক মুহ্যমান হয়ে পড়ে। মতিয়ারের মতো মেয়র পৌরবাসি হয়তো আর পাবেনা। নাগরিক কমিটির এ ধরণের আয়োজনকে সাধুবাদ জানান বক্তারা।

প্রসংশনীয় এ উদ্দ্যাগ চলমান রাখা হবে বলে জানিয়েছেন কমিটির সদস্য সচিব গোলাম ফারুক আরিফ। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন মাও জুবায়ের। দোয়া পরিচালনা করেন দর্শনা পুরাতন বাজার জামে মসজিদের পেশ ইমাম হাজি মাও. নুরুল ইসলাম।

আলোচনা পর্বের আগে প্রয়াত মেয়র মতিয়ার রহমানের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয় শ্রদ্ধা জানায় নাগরিক কমিটি সহ বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে।

আবারো সভাপতি সবুজ ও সাধারন সম্পাদক মাসুদ প্যানেল বিজয়ী

সকল জল্পনাকল্পনার অবসান ঘটিয়ে কড়ানিরাপত্তার মধ্য দিয়ে দর্শনা কেরুজ চিনিকল শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের দ্বি-বার্ষিক নির্বাচন সুষ্ঠ ভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

এ নির্বাচনে সভাপতি পদে বর্তমান সভাপতি ফিরোজ আহমেদ সবুজ ও সাধারন সম্পাদক পদে মাসুদুর রহমান মাসুদ প্যানেল বিজয়ী হয়েছেন।

এ নির্বাচনে সভাপতি পদে বর্তমান সভাপতি ফিরোজ আহমেদ সবুজ (ছাতা) প্রতিকে পেয়েছেন ৭৬৫ ভোট ও তার একমাত্র নিকটতম প্রতিদ্বন্দি প্রার্থী সাবেক সভাপতি তৈয়ব আলী (বাইসাইকেল) প্রতীকে পেয়েছেন ৪০৫ ভোট।
এ নির্বাচিত প্রার্থীদ্বয় গত দ্বি-বার্ষিক নির্বাচনে প্যানেল করে নির্বাচিত হন। তারই ধারাবাহিকতায় এবারো সভাপতি প্রার্থী সবুজ ও

আব্দুল্লাহ (রিকশা) প্রতিকে ৪২৬ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছেন।

এছাড়া সদস্য পদে ৭ টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১ ও ৬ নং ওয়ার্ডে ৪ জন প্রার্থীর কোন প্রতিদ্বন্দি প্রার্থী না থাকায় ভোট গ্রহণের আগেই তাদেরকে বিনা প্রতিদ্বন্দিতায় নির্বাচিত করেন নির্বাচন কমিশন। তারা হচ্ছেন ১ নং ওয়ার্ড প্রশাসন ও হিসাব বিভাগে সেলিম খান, ৩ নং ওয়ার্ড উৎপাদন বিভাগে মাজেদুল ইসলাম (ডাবলু), নুরুল ইসলাম ও মজিবর রহমান। সদস্য পদে ২ নং ওয়ার্ড (চুলাই কারখানা) ৩ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দিতা করে ২ জন নির্বাচিত হয়েছেন। এদের মধ্যে আমিনুল ইসলাম (ডাব) প্রতিকে ১০৯ ভোট ও বাবর আলী (বেলচা) প্রতিকে ৯০ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দি প্রার্থী আব্বাস আলী (বালতি) প্রতিকে ৪১ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছেন। ৩ নং ওয়ার্ড পরিবহন বিভাগে (গ্যারেজ) ৫ জন প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করলেও নির্বাচিত হয়েছেন ২ জন। তাদের মধ্যে শরিফুল ইসলাম (টর্চলাইট) প্রতিকে ১৩১ ভোট পেয়ে প্রথম ও বাবুল আক্তার (গোলটুপি) প্রতিকে ৯০ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় হয়েছেন। তাদের নিকটতম প্রতিদ্বন্দি প্রার্থী শফিকুল ইসলাম (আখের আটি) প্রতিকে ২৪ ভোট, জাহিদুল ইসলাম (ডাব) প্রতিকে ২০ ভোট ও মোজাহারুল ইসলাম (হাতুড়ি) প্রতিকে ১২ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছেন।

৪ নং ওয়ার্ড (ইক্ষু সংগ্রহ বিভাগে) ৩ জন প্রতিদ্বন্দিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ২ জন প্রার্থী। তাদের মধ্যে কামরুল হাসান লোমান (আখের আটি) প্রতিকে ৯১ ভোট পেয়ে প্রথম ও মাহামুনুল হাসান (টর্চলাইট) প্রতিকে ৮৪ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় হয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। একই পদে প্রতিত্বন্দিতা করে মতিয়ার রহমান (ডাব) প্রতিকে ৭৯ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছেন। ৫ নং ওয়ার্ড (ইক্ষু উন্নয়ন বিভাগে) ৩ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ২ জন। এদের মধ্যে সাহেব আলী শিকদার (টর্চলাইট) প্রতিকে ৭৯ ভোট পেয়ে প্রথম ও হারিজুল ইসলাম (আখেরআটি) প্রতিকে ৭০ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় নির্বাচিত হয়েছেন।

একই পদে প্রতিদ্বন্দিতা করে পরাজিত হয়েছেন সাইফ উদ্দিন সুমন (ডাব) প্রতিকে ৫৭ ভোট। ৭ নং ওয়ার্ড (প্রকৌশলী) বিভাগে ৬ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দিতা করে ৩ জন নির্বাচিত হয়েছেন। এদের মধ্যে আজাদুল ইসলাম (হাতুড়ি) প্রতিকে ১৩০ ভোট পেয়ে প্রথম, ইদ্রিস আলী (ডাব) প্রতিকে ১০৪ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় ও জহিরুল ইসলাম (বালতি) প্রতিকে ১০২ ভোট পেয়ে তৃতীয় হয়েছেন। এ পদে প্রতিদ্বন্দিতা করে জাহিদুল ইসলাম (গাভী) প্রতিকে ৬৩ ভোট, শ্রী তারাপদ বিশ্বাস

(আখেরআটি) প্রতিকে ৫৮ ভোট ও রবিউল ইসলাম (বেলচা) প্রতিকে ৩৫ ভোট পেয়ে নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন।কেরুজ দ্বী-বার্ষীকি নির্বাচনে মোট ভোট ১১৮৭ তার মধ্যে ভোটাররা ভোট প্রয়োগ করেছেন ১১৭০।

এ নির্বাচনে নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন ও ভোটের ফলাফল ঘোষণা করেন কেরুজ চিনিকলের মহাব্যবস্থাপক (অর্থ)মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম। এ নির্বাচনে ৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির অন্যন্যদের মধ্যে সদস্য সচিব পরিবহন বিভাগের (প্রকৌশলী) আবু সাইদ, সদস্য প্রশাসন বিভাগের উপ-ব্যবস্থাপক (পার্সনাল) আলআমিন, উপ-ব্যবস্থাপক (হিসাব) জাবেদ হাসান, জুনিয়ার অফিসার (বানিজ্যিক) জহির উদ্দিন দায়িত্ব পালন করেন।

দর্শনার মুক্তি ক্লিনিকে ডাক্তারের ভুল চিকিৎসায় তৃতীয় শ্রেনীর ছাত্রের মৃত্যু

দর্শনা রেলগেট সংলগ্ন মুক্তি ক্লিনিকে আনাড়ি ডাক্তারের ভুল চিকিৎসায় মাদরাসার তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রের মুত হয়েছে। ঝামেলা এড়াতে নানা কৌশলে বাদি পক্ষের সাথে আপোষরফা করে নিয়েছে ক্লিনিক মালিক। অনেকেরই প্রশ্ন চিকিৎসার নামে এসব কসাই খানাতে আর কত প্রাণ ঝরবে।

জানাগেছে, দর্শনা পৌর এলাকার পরানপুর গ্রামের রিফজি কোলনি পাড়ার আনোয়ার হোসেন ড্রাইভারের ছেলে দর্শনা পুরাতন বাজার দারুল উলুম কিন্ডার গার্ডেন মাদরাসার তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র আমিনুল ইসলামের (৮) পেটে যন্ত্রনা শুরু হলে গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে দর্শনা রেলগেট সংলগ্ন মুক্তি ক্লিনিকে নিয়ে যায়।

সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক সেলিনা আক্তার সীমু আমিনুলের এ্যাপেন্ডিস হয়েছে অপারেশন করতে হবে। ডাক্তারে কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে পরিবারের লোকজন তাতে সন্মতি দেয়।

অভিযোগ উঠেছে আনাড়ি ডাক্তার এ্যাপেন্ডিস অপারেশনের পর রোগির অবস্থার অবনতি দেখা দিলে চিকিৎসক কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে রেফার করেন। রাত ৩টার দিকে হাসপাতালে পৌছালে সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষনা করেন।

আমিনুলের লাশ নিজবাড়ি পৌছুলে গ্রামবাসি ক্লিনিকের উপর চড়াও হয়। একপর্যায় দর্শনা থানাপুলিশ লাশ উর্দ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য থানাতে নেয়। সূত্র জানিয়েছে বাদি পক্ষের সাথে ক্লিনিক মালিক কৌশলে ঝামেলা এড়াতে আপোষ মিমাংসা করে নেয়। ফলে ময়না তদন্ত ছাড়াই লাশের দাফন সম্পন্ন হয়। এলাকাবাসির অভিযোগ চিকিৎসার নামে এসব কসাই খানাতে আর কত প্রাণ ঝরবে।

বিষয়টি তদন্তপূর্বক ক্লিনিক মালিকের বিরুদ্ধে প্রয়োজনিয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছে এলাকাবাসি।